এস.আর.প্রোডাকসন্সের
নিবেদন
মর্মবাণী
পরিচালনা
সুশীল মজুমদার

সুনীলা নাগের প্রোযোজনায়
এস. আর. প্রোডাকসন্সের

মর্মবাণী

কাহিনী ও চিত্রনাট্য :
মনোজ ভট্টাচার্য্য

সংলাপ :	···	প্রশান্ত চৌধুরী
আলোক-চিত্র পরিচালনা :		অনিল গুপ্ত
শিল্প উপদেষ্টা :	···	প্রীতিময় সেন (এঃ)
শব্দ-গ্রহণ :	···	বাণী দত্ত
ব্যবস্থাপনা :	···	দেবেন বসু
আলোক সম্পাত :	···	হরেণ গাঙ্গুলী
সাজ-সজ্জা :	···	বৈজরাম শর্ম্মা
চিত্র-গ্রহণ :	···	জ্যোতি লাহা
সম্পাদনা :	···	কালী রাহা
শিল্প নির্দেশক :	···	বিজয় বসু
রূপ-সজ্জা :	···	শৈলেন গাঙ্গুলী
স্থির চিত্র :	···	ক্যাপ্‌স ফটোগ্রাফী
পট-শিল্পী :	···	বলরাম চট্টোপাধ্যায় ও নবকুমার কয়াল

প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

● গান ●

'মন্দ নয় সে পাত্র ভাল'—রচনা : ৺সুকুমার রায় (সত্যজিত রায়ের সৌজন্যে)

'আমার এ কুলেতে মন বসেনা'—রচনা : গোপাল দাশগুপ্ত

● নেপথ্য সঙ্গীতে : আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুমিত্রা সেন ●

● সহকারীবৃন্দ ●

পরিচালনায় : ননী মজুমদার, সুশীল বিশ্বাস, রমেন গোস্বামী ● চিত্র-গ্রহণে : কেষ্ট মণ্ডল রূপসজ্জায় : নৃপেন চট্টোপাধ্যায় ● শব্দ-গ্রহণে : ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় ● বুম-ম্যান : পাঁচু মণ্ডল ● সম্পাদনায় : অনিত মুখোপাধ্যায় ● শিল্প-নির্দেশনায় : সতীশ মুখোপাধ্যায় আলোক সম্পাতে : সুধীর সরকার, অভিমন্যু দাস, সুদর্শণ দাস, অবনী, দুখী, সন্তোষ, মারু উদয়, ননী ● ব্যবস্থাপনায় : যোগেশ, রাম, গণেশ

ক্যালকাটা মুভিটোন প্রাঃ লিঃ ষ্টুডিওতে, আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত
কেষ্ট মুখোপাধ্যায় ও গৌরীনাথ মুখোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক :
ভারতী ফিল্মস

পরিচালনা • সুশীল মজুমদার
সুর • জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ

কাহিনী

অরুণলগ্নে দীক্ষিতা অরুণা শুধু অনন্যা নয়, অনুপমা। বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন, রায়-বাহাদুরের একমাত্র পুত্র বরুণ; তার স্ত্রী হয়েও অরুণা আজ কেন এত নিঃস্ব? বিত্তের যেখানে সুভাব, চিত্তের অভাব সেখানে নিশ্চিত পরিহাস। ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে করতে ঘটলো কৃতী ছাত্রের মস্তিষ্ক বিকৃতি; যার জন্যে করুণ আজ অরুণার মানস-এষণা!

সাবিত্রী যেমন মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে সত্যবানকে মুগ্ধমান করেছিল অমৃতের মন্ত্রণায়, সুশোভনা যেমন সুশোভন করেছিল পরীক্ষিতের দাম্পত্য-পরীক্ষাকে—আজ আমাদের অরুণাকেও বুঝি বা তেমনি অগ্নিপরীক্ষা'র সামনে দাঁড়াতে হ'ল।

ননদ মাধুরী বলেছে,. আমাদের সকলকার মন বলছে. তুমি কাছে থাকলেই দাদার মনের কুয়াশা কেটে যাবে।"

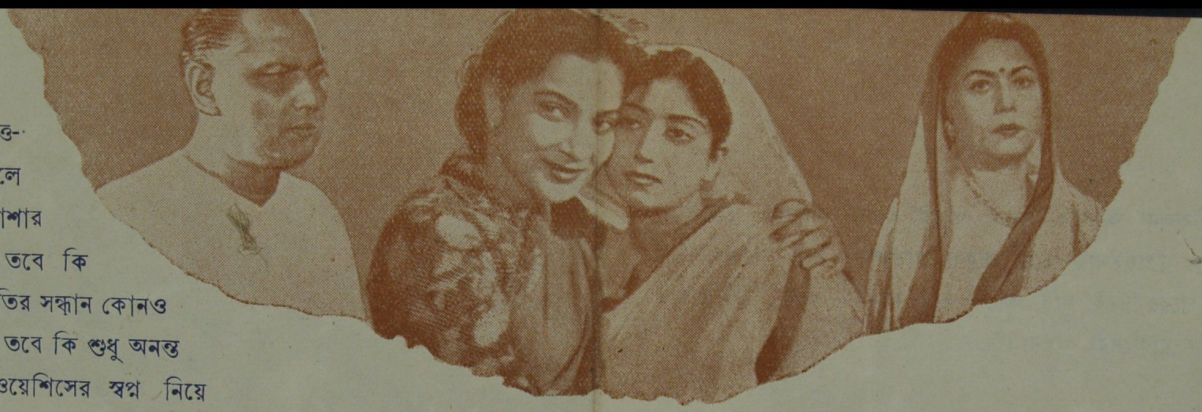

কিন্তু সে কুয়াশা উত্তরোত্তর পুঞ্জীভূত হলে অরুণার মনের সুআশার উত্তর কোথায়? তবে কি অনুভূতি তার বিভূতির সন্ধান কোনও দিনই পাবে না? তবে কি শুধু অনন্ত মরুভূমির মাঝে ওয়েশিসের স্বপ্ন নিয়ে মরীচিকা'র নিরর্থক জিজ্ঞাসাকে পাথেয় করবে অরুণা?

নার্স মালতী যখন জানায় অরুণা বরুণের ক্ষতিই করছে কাছে থেকে, অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরাও যখন সুজন হয়ে উপদেশ দেয় তাকে কিছুদিন বাইরে গিয়ে থাকতে—তখন নিরুপায় হয়েও একেবারে নিরর্থক হ'তে চায়না অরুণা, কারণ সে নিরুপমা। তার দিক থেকে তো কোন ফাঁকি নেই, তবে কেন এই ছলনা?

বচনে সুবাদ না থাকলে বচনে বিবাদ রেখেই বা লাভ কি? জীবনের শুদ্ধি থেকে বুদ্ধি'র ইংগীতে তাই বৃহত্তর সার্থক মনন খুঁজে পায় সে ত্যাগের অনস্বর মহিমায়—ভাস্বর হয়ে থাকে নার্স অরুণা। আজ একা বরুণ নয়, বরুণের মতই করুণ যাদের জীবনের ধূসর উত্তরীও—তাদের উজ্জ্বল করে তোলার দায়িত্ব নিয়েছে অরুণা।

তাই ছোট ভাই বিজয় যখন খোঁজ পেয়ে ছুটে আসে, বলে বরুণের ক্রমাবনতির কথা—ক্রমাগতই বরুণ নাকি তাকে খুঁজছে; তখনও ম্লান হেসে অরুণা বলে—"আমাকে নয়, খুঁজছে সে তার ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া রাজকন্যাকে। আমাকে সে চেনেই না। তাছাড়া সেখানে এক, এখানে আমার অনেক রোগী।"

তবু ইতি'র পরেও পুনশ্চের মত জীবন সংগ্রাম চলে অরুণার।

সূর্য্যমন্ত্রে দীক্ষিতা অরুণা শেষ খবর পায়, বরুণ'কে সারিয়ে তোলার শেষ চেষ্টা সুরু হয়েছে—ব্রেন্ অপারেশন্! কিন্তু আজ আর চঞ্চলতা সাজেনা, অভিজ্ঞ অরুণা আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। না, সে যাবে না—মূল্য যেখানে নেই সেখানে তুল্য কি যাচাই করবে সে! তারচেয়ে এই বেশ ভাল, এই বেশ প্রশস্ত মুক্তি।

কিন্তু যুক্তি টিকলনা অরুণার, যখন তারই হাতে সারিয়ে তোলা এক পঙ্গুরোগী তার প্রিয়তমার জন্যে ব্যকুল প্রতীক্ষার পরে আত্মহত্যা করে। আর তার পরের দিনই ছুটে আসে তার মানসী—বলে, "ফিরিয়ে দাও তাকে ; আর আমার দেরী হবেনা।"

মনস্তত্ব এমনি জিনিষ, মনের তত্ত্ব যেখানে অচল। তাই আর দেরী হ'ল না অরুণার—ছুটে চলেছে সে তার বরুণের কাছে। এক হাসপাতাল থেকে আর এক হাসপাতালে। প্রান্তর ছেড়ে অন্তরের অভিসারী অরুণা। দিশা'র থেকে দিশারীর অভিজ্ঞতা। "মর্মবাণী" একান্ত মর্ম্মে তারই অভিজ্ঞান॥

॥ ১ ॥

মন্দ নয় সে পাত্র ভালো
রঙ্ যদিও বেজায় কালো
তার ওপরে মুখের গঠন
অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতন।

গঙ্গারাম'কে পাত্র পেলে,—
জানতে চাও সে কেমন ছেলে ?

বিদ্যেবুদ্ধি ? বলছি মশাই,
ধন্যি ছেলের অধ্যাবসায়
উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল হয়ে থামল শেষে
বিষয় আসয় গরীব বেজায়
কষ্টেসৃষ্টে দিন চলে যায়।

গঙ্গারাম তো কেবল ভোগে
পিলের জ্বর আর পাণ্ডুরোগে
শ্যাম লাহিড়ী বনগ্রামের
কি যেন হয় গঙ্গারামের
যাহোক্ এবার পাত্র পেলে
এমন কি আর মন্দ ছেলে।

॥ ২ ॥

আমার এ কূলেতে মন বসে না
ও কুল গেছে সরে।
কেমন করে বুঝাই আমার মন কেমন করে॥

ওপারে'তে কালো রঙ্ বৃষ্টি পড়ে বাস্ বাস্
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্ টুক্ করে
গুনবতি ভাই আমার মন কেমন করে।

ভাই বলে থাক না কদিন কেঁদে ককিয়ে
ও মাসেতে নিয়ে যাব নৌকা সারিয়ে
পূবের আকাশ ধোঁয়া ধোঁয়া
শিমের ফলে হিমের ছোঁয়া
তুষ তুষানীর ঘিয়ের প্রদীপ ভাসে জলের পরে
সত্যি বলি মাগো আমার মন কেমন করে॥

মাও বলেন কাঁদিস নে মা মুছে ফেল চোখ
ও বছরে নিয়ে যেতে পাঠিয়ে দেব লোক
কলমিলতা— শঙ্খলতা, লক্ষ্মীমায়ের আসন পাতা
বাবা বলেন এমনি দিনে নিয়ে যাব ঘরে
লক্ষ্মী পূজো ফুরোয় না মা একটি বছরে॥

সুনীলা নাগের প্রোযোজনায়
এস. আর. প্রোডাকসন্সের

মর্মবাণী

● কৃতজ্ঞতা স্বীকার ●

চুনীলাল রায় ॥ Voice Master ॥ কমল বোস (মেডিক্যাল কলেজ) ॥ শৈললাল মণিলাল ॥ মনোমত ভাণ্ডার
কমল ষ্টোর্স ॥ বঙ্গশ্রী বস্ত্রালয়
হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্ লিঃ

● রূপায়ণে ●

ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীমকুমার
মিহির ভট্টাচার্য্য, অনুপকুমার, ডাঃ হরেণ মুখোপাধ্যায়,
দিলীপ রায় চৌধুরী, দিলীপ রায়, অশোক সরকার ও দুলাল

সাবিত্রী চ্যাটার্জি, ছায়া দেবী, চন্দ্রাবতী, মঞ্জু দে
শীলা পাল, সুদীপ্তা, কবিতা সরকার, রাজলক্ষ্মী, সন্ধ্যা, সীমা,
সুব্রতা, আভা, সুপ্রিয়া, কৃষ্ণা, দীপা, শান্তা, কৃষ্ণা, চিত্রা, রেবা,
প্রীতি ভাদুড়ী, অশোকা ও
সুপ্রিয়া চৌধুরী

পরিচালনা • সুশীল মজুমদার
সুর : জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ

সম্পাদনা ও পরিকল্পনাঃ বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অলঙ্করণঃ কলাবিদ ● মুদ্রণঃ জুবিলী প্রেস্